মজলুম নারী সাহাবি

নারী সাহাবিদের দুঃখ-যাতনার ইতিকথা

রচনা
ড. হাফেজ মুহাম্মাদ শাহবাজ হাসান

অনুবাদ
সদরুল আমীন সাকিব

ইহদা
পাবলিকেশন

উৎসর্গ

একত্ববাদী দৃঢ়বিশ্বাসী মুসলিম নারীকুলের প্রতি—
বিবিধ নির্যাতনের মুখে অটল যারা,
সত্য ও ন্যায়ের আঁচল কখনো ছাড়েনি যারা,
ইসলামের বুকে নিজেদের দৃঢ়তার পতাকা গেড়েছে যারা,
দুনিয়া উৎসর্গ করে নিজেদের আখেরাত অর্জন করেছে যারা,
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সাহস ও সংকল্পের ইতিহাস রচয়িতা যারা,
নৈরাশ্যের ঘনঘোর আকাশে উজ্জ্বল সূর্যের কিরণ হয়ে আছে যারা।

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহামহিম আল্লাহর জন্য, যার স্তুতি গাইতে আমরা অক্ষম। রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন জগতের জন্য রহমত হয়ে।

মানুষ অনুসরণপ্রিয়। অনুসরণে সে আস্থা পায়, সান্ত্বনা পায়। জীবনের নানা দিক জটিলতার মহাবিশ্ব। তাই আমরা পথচলার মাঝে কোনো অতীত উদাহরণ খুঁজে বেড়াই। মহান আল্লাহ দয়া করে আমাদের জন্য সে পথ মসৃণ করেছেন, দান করেছেন সাহাবি নামক এক বাতিঘর।

সাহাবায়ে কেরাম মুমিন জীবনের আদর্শ। তাদের আমরা ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, তাদের দুঃখবেদনায় সমব্যথী হই। তাদের আমরা জান্নাতে গমনের জন্য সিরাতুল মুস্তাকিমের পথপ্রদর্শক মনে করি। ইহজগতের সকল দিকের ন্যায় মানবজীবনের দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-নিপীড়নের ক্ষেত্রেও তারা আমাদের উত্তম আদর্শ বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষত মুসলমান নারীসমাজের জন্য নারী সাহাবিগণ পূর্ণ আদর্শ হয়ে তাদের পথ দেখাচ্ছেন।

অতএব বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সম্মানিত লেখক এমন কতিপয় নারী সাহাবির বিবরণ উল্লেখ করেছেন, যাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-নিপীড়নের অধ্যায়টি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আলোচনাকে জীবনঘনিষ্ঠ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, তাই এখানে শুধু কাফের-মুশরিকদের হাতে নির্যাতিতা নারী সাহাবিদের আলোচনা সীমিত না করে জীবনের নানা দিককেন্দ্রিক দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনার শিকার নারীদের কথা উল্লেখের মাধ্যমে রচনাটিকে যথাসম্ভব বাস্তবসম্মতকরণের চেষ্টা করা

হয়েছে। যেন শ্রেণি নির্বিশেষে সকল নারীই নিজের জন্য কোনো অনুসরণীয় জনের দেখা পান, সান্ত্বনা ও আদর্শের বাণী খুঁজে পান।

এমন একটি বই অনুবাদ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। সাহাবায়ে কেরামের সাথে পাঠকের সেতুবন্ধন হতে পেরে অবর্ণনীয় ভালো লাগা কাজ করছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হয়ে তা যথাসম্ভব সহজ-সাবলীল করার চেষ্টা করেছি। লেখকের তথ্য-উপস্থাপনার মাঝে পাঠক-উপযোগী প্রয়োজনীয় সম্পাদনার মাধ্যমে রচনাটি আরও বেশি সুন্দর, উপকারী করার উদ্যোগ রেখেছি। তবে মানবকর্ম ভুলের ধর্ম। অতএব সম্মানিত পাঠকের নিকট আরজি থাকবে, যেকোনো ভুল, অসঙ্গতি, পরামর্শ থাকলে তা জানিয়ে বাধিত করবেন। আমরা আন্তরিকভাবে বিবেচনা করব।

আল্লাহ বইটিতে বরকত দান করুন। লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একে ইহ-পরলোকে উপকারের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন।

সদরুল আমীন সাকিব
নেত্রকোণা সদর
২৬.০২.২০২৪
sadrolaminsakib@gmail.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন যুগে নারীর প্রতি জুলুম

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুলুম-নির্যাতনের হারামত্ব ও ভয়াবহতা ১৯
মজলুমের বদদুআ থেকে বাঁচো! ২১
জুলুম করো না ২৪
নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক কাফেরের অঙ্গীকার রক্ষা ২৬
আমার হাত অবশ হয়ে যাক, যদি আমি জয়নবকে মারি ২৬
লাঠিওয়ালা পুরুষ ৩০
আদেশ নয়, পরামর্শ ৩১
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীনকালে মুমিন নারীর ওপর জুলুম ৩৭
এক কাফের ফাসেকের অপচেষ্টা ৩৭
ব্যভিচারী ঘাতক ৩৯
জিল আওতাদ (পেরেকওয়ালা) ফেরাউন ৪০
সবর করুন আম্মাজান, আপনি সত্যের ওপর আছেন ৪১
তুমি খুবই ভয়ানক কাজ করেছ ৪১

কূপের ভেতর ফেলে পিতার হাতে কন্যা হত্যা ৪৩
আল্লাহর হাতে নিহতের রক্ত মূল্যহীন ৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নারী সাহাবিদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের কুরআনি প্রমাণ ৪৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নারী সাহাবিদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের ঐতিহাসিক প্রমাণ ৫৩
কেন আপনি আমাদের সাহায্যের জন্য দুআ করেন না? ৫৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দৈহিক নির্যাতনের শিকার নারী সাহাবি

আসমা বিনতে আবু বকর রা. ৫৭
আসমা বিনতে সালামা রা. ৬০
আম্মাজান উম্মে হাবিবা রা. ৬১
উম্মে শারিক দাওসিয়া রা. ৬৪
উম্মে উবাইস রা. ৬৫
উম্মে আফিফ রা. ৬৬
শহিদা উম্মে ওয়ারাকা আনসারিয়া রা. ৬৬
জারিয়া (বিনতে আমর) রা. ৬৭
হাবিবা বিনতে সাহল রা. ৬৭
হামামা রা. ৬৮
হাওয়া আনসারিয়া রা. ৬৯
যিন্নিরা রুমিয়া রা. ৬৯
জয়নব রা. ৭০
ইসলামের প্রথম শহিদ সুমাইয়া বিনতে খুব্বাত রা. ৭২
ফাতেমা জাহরা রা. ৭৩
লাবিবা রা. ৭৮
লায়লা বিনতে আবু হাছমা রা. ৭৯
নাহদিয়া রা. ৮০

তৃতীয় অধ্যায়

দেহব্যবসায় বাধ্যকরণ, মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং অর্থনৈতিক ও আধিকারিক জুলুমের শিকার নারী সাহাবি

প্রথম পরিচ্ছেদে

দেহব্যবসায় জবরদস্তি ও যৌন নিপীড়নের শিকার নারী সাহাবি ৮২
উমাইমা রা. ৮৪
মুসসাইকা রা. ৮৬
মুয়াজা বিনতে আবদুল্লাহ রা. ৮৬
এক মুসলিম নারীকে অসম্মানের পরিণতি ৮৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অপবাদ আরোপিত নারী সাহাবি ৯১
উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. ৯২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক ও আধিকারিক জুলুমের শিকার নারী সাহাবি ১০৩
উম্মে কুজ্জা আনসারিয়া রা. ১০৩
কুবাইশা বিনতে মান আনসারিয়া রা. ১০৫
সাদ ইবনে রবি রা.-এর কন্যা ১০৬
জামিল বিনতে ইয়াসার মুজানিয়া রা. ১০৭
খানসা বিনতে হিজাম আনসারি রা. ১০৭

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদে

আপনজন বঞ্চিত নারী সাহাবি ১১০
উমামা বিনতে আবুল আস রা. ১১০
আম্মাজান উম্মে সালামা রা. ১১১
ফুরাইয়া খুদরিয়া আনসারিয়া রা. ১১৬
উম্মে ইসহাক গানাবিয়া রা. ১১৮

খানসা তামাদুর রা. ১১৯
জয়নব বিনতে আলি রা. ১২০
আসমা বিনতে উমাইস রা. ১২১
খুলাইদা বিনতে কায়েস রা. ১২৪
জয়নব বিনতে আবু সালামা রা. ১২৫
উম্মে কুলসুম বিনতে আলি রা. ১২৭
আম্মাজান হজরত হাফসা রা. ১৩২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিশোধমূলক তালাক ও জিহারের শিকার নারী সাহাবি ১৩৭
উম্মে কুলসুম রা. ১৩৭
খাওলা বিনতে ছালাবা খাজরাজি আনসারি রা. ১৩৮
হজরত রুকাইয়া রা. ১৪১

ভূমিকা

সকল কিছুর জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি, একমাত্র যার দয়া ও তাওফিকেই আমাদের যাবতীয় পুণ্যকর্ম পূর্ণতা লাভ করে। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তার পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও সকল মুমিন-মুসলমানের প্রতি।

অনেক হাদিসগ্রন্থ ও আসমায়ে রিজাল (চরিতশাস্ত্র) বিষয়ক সকল গ্রন্থেই নারী সাহাবিদের জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে। যেমন : মুহাম্মাদ ইবনে সাদ রহ. (২৩০ হি.), ইবনে মানদাহ রহ. (৩৯৫ হি.), আবু নুয়াইম রহ. (৪০৩ হি.), কাজি ইবনে আবদুল বার রহ. (৪৬৩ হি.), আবু মুসা ইসপাহানি রহ. (৫৮১ হি.), ইবনুল আসির জাযারি রহ. (৬৩০ হি.), শামসুদ্দিন যাহাবি রহ. (৭৪৮ হি.), ইবনে হাজার আসকালানি রহ. (৮৫২ হি.) প্রমুখ চরিতকারের গ্রন্থে নারী সাহাবিদের বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

কাজি ইবনে আবদুল বার রহ. সাহাবিদের জীবনচরিত বিষয়ে 'আল-ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব' নামক বৃহৎ কলেবরের এক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর একটি অংশে তিনি 'কিতাবুন নিসা ওয়া কুনাহুন্না' (নারী ও উপনামে পরিচিত নারীদের অধ্যায়) শিরোনামের অধীনে আরবি অক্ষরক্রমিক বিন্যাসে একে একে ৩৯৮ জন নারী সাহাবির জীবনী আলোচনা করেছেন। তাদের মাঝে যারা নামে প্রসিদ্ধ তাদের নামের মাধ্যমে, আর যারা উপনামে প্রসিদ্ধ তাদের উপনামের মাধ্যমে আলোচনায় স্থান দিয়েছেন।

জীবনচরিত বিষয়ক আরেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো মুহাম্মাদ ইবনে সাদ রহ. রচিত 'তবাকাতুল কুবরা'। যার আট নম্বর খণ্ডটি শুধু নারী সাহাবি ও মুসলিম নেককার নারীদের জীবনীর আলোচনায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থটি উর্দু অনুবাদে 'তবাকাতে ইবনে সাদ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থে মোট ৬২৭ জন নারী সাহাবির জীবনী এসেছে। সে অংশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদি, নানি, সম্মানিত মাতা, তার পবিত্রাত্মা স্ত্রী এবং তার চার কন্যাসহ অনেক নারী সাহাবির জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : ক্রমান্বয়ে আলোচিত হয়েছেন হজরত খাদিজা রা., নবিকন্যারা, নবিজির ফুফি ও তাদের মেয়ে সন্তানরা, উম্মাহাতুল মুমিনিনগণ, তারপর কুরাইশ গোত্রের নারী ও সাধারণ মুহাজির নারীরা, তারপর আনসার নারীরা। প্রত্যেকে তাদের গোত্রভিত্তিক আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছেন।

আল্লামা ইবনে আসির জাযারি রহ.-ও জীবনচরিত বিষয়ে 'উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবাহ' নামে এক বড় পরিসরের গ্রন্থ লিখেছেন। যার পুরো একটি খণ্ডজুড়ে শুধু নারী সাহাবিদের আলোচনা এসেছে। এখানেও প্রথমে মূল নাম ও তারপর উপনামে প্রসিদ্ধির ব্যাপারটি লক্ষ রেখে অক্ষরক্রমিক বিন্যাসে নারী সাহাবিদের আলোচনা স্থান পেয়েছে। এতে মোট ১০২২ জন সাহাবিয়ার জীবনী উঠে এসেছে।

হাফেজুল হাদিস ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-ও আসমাউর রিজাল বিষয়ে 'আল-ইসাবাহ ফি তাময়িজিস সাহাবাহ' নামে বিশাল কলেবরের গ্রন্থনা সম্পন্ন করেছেন। যার শেষ খণ্ডটি 'কিতাবুন নিসা' (নারী অধ্যায়) শীর্ষক শিরানামে নারীদের আলোচনায় পরিপূর্ণ। এতে পুনরাবৃত্তি ও উপনামের উল্লেখসহ মোট ১৫৪৫ জন সাহাবিয়ার আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্য কোনো গ্রন্থেই এত বেশি নারী সাহাবির নাম আলোচিত হয়নি। গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদও রয়েছে।

একই বিষয়ে ইবনে হাজার আসকালানির অন্য একটি গ্রন্থ হলো 'তাহজিবুত তাহজিব'। যার মধ্যে তিনি কতিপয় নারী তাবেয়ি ও সাহাবিয়ার পুনরাবৃত্তিসহ মোট ৩২২ জন নারী সাহাবির জীবনী আলোচনা করেছেন।

ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবি রহ.-ও তার সুবিশাল 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' গ্রন্থের প্রথম তিন খণ্ডের ভেতরে বিস্তারিতভাবে কতিপয় নারী সাহাবির আলোচনা করেছেন।

বস্তুত নারী সাহাবিদের জীবনীগ্রন্থ রচনার ধারা এখনো চলমান। যেমন 'সাহাবিয়্যাত' নামে উর্দু ভাষায় রচিত আল্লামা নিয়াজ ফাতাহপুরির গ্রন্থ। তদ্রূপ সায়িদ আনসারির 'সিয়ারুস সাহাবিয়্যাত', আবদুস সালাম নদবির 'উসওয়ায়ে সাহাবিয়্যাত', যেখানে বিবিধ শিরোনামে তাদের জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে। আরব আলেমগণও এ বিষয়ে বহু চমৎকার গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার মাঝে উর্দু ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাবলির মাঝে রয়েছে আবু আম্মার মাহমুদ মিসরির রচিত 'সাহাবিয়্যাতুর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' (গুলশানে রিসালাত কি মাহাকতি কলিয়া নামে), আহমাদ খলিল জুমআর রচিত 'সাহাবিয়্যাতুন তায়্যিবাতুন', আবদুল্লাহ বাদরানের লিখিত 'সিরাতুল মুমিনাত' ইত্যাদি।

তা ছাড়া সামষ্টিক ধারার পাশাপাশি নির্ধারিত সাহাবিয়াদের জীবনী রচনার ধারাও গতিশীল। যেমন রয়েছে আহমাদ খলিল জুমআ রচিত 'নিসাউ আহলিল বাইত' ('খাওয়াতিনে আহলে বাইত' উর্দু অনূদিত নাম), মাওলানা মাহমুদ আহমাদ গাদানফার রচিত 'সাহাবিয়্যাতে মুবাশশারাত' । গাদানফার সাহেব সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত বিষয়ে অনেক আরবি গ্রন্থেরই উর্দু অনুবাদ সম্পন্ন করেছেন। এ ধারায় হায়াতে 'সাহাবিয়্যাত কে দুরাখশাঁ পহলো' নামেও একটি গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে আমরা নারী সাহাবিদের জীবনের শুধু একটি দিক নিয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। মূলত বিষয়ের দিকে লক্ষ করলে এ বিষয়ে এটাই প্রথম গ্রন্থ, যেখানে শুধু তাদের প্রতি হওয়া জুলুম-অত্যাচার ও তাদের জীবনের দুঃখ-যাতনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। বস্তুত নিয়মতান্ত্রিক নির্মম অত্যাচার ছাড়াও জীবনে তারা আরও অনেক ধরনের জুলুমের শিকার হয়েছেন; বিশেষত দুর্বল শ্রেণির নারীদের বিশেষভাবে টার্গেট করা হতো। মোটাদাগে নারীদের হক ছিনিয়ে নেওয়া, যৌন হয়রানি করা, শারীরিক কষ্ট দেওয়া, মানসিক নিপীড়নের শিকার বানানো, তাদের ধনসম্পদের ওপর অন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো।

অতএব বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ অবলা নারীজাতির জন্য সাহাবিয়াদের জীবনাদর্শের আলোকে পথনির্দেশক হবে। পাশাপাশি নির্যাতন, সীমালঙ্ঘনের শিকার নারীদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে আশা করছি। তা ছাড়া আমি মজলুম সাহাবিয়াদের জীবনবৃত্তান্ত সামনে রেখে বর্তমান নারীদের ওপর হওয়া জুলুম-নির্যাতনেরও পথরোধ করা যেতে পারে বলে মনে করি।

আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থকে রচয়িতার জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন এবং সম্মানিত পাঠকদেরও এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

ড. হাফেজ মুহাম্মাদ শাহবাজ হাসান
এসোসিয়েট প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, লাহোর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুলুম-নির্যাতনের হারামত্ব ও ভয়াবহতা

কুরআন মাজিদের বিশটি আয়াত এবং হাদিসে নববির প্রচুর বর্ণনায় জুলুম-অত্যাচারকে নিষেধ করা হয়েছে, এর প্রতি তিরস্কার বিবৃত হয়েছে, এমনকি জুলুমের যত প্রকার ও ধরন হতে পারে, সবগুলোকেই একবাক্যে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অনেক আয়াত ও হাদিসে জুলুমের কী ভয়াবহ পরিণতি হবে, সে কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,

مَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ حَمِیْمٍ وَّ لَا شَفِیْعٍ یُّطَاعُ

> ‘জালেমদের জন্য কোনো বন্ধু কিংবা গ্রাহ্য করার মতো কোনো সুপারিশকারী পাওয়া যাবে না।’[১]

অন্য এক আয়াতে তিনি জানান,

وَ سَیَعْلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْۤا اَیَّ مُنْقَلَبٍ یَّنْقَلِبُوْنَ

> ‘আর জালেমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কোন পরিণতির দিকে ওরা প্রত্যাবর্তন করছে![২]

---

১. সুরা মুমিন, ১৮

২. সুরা শুআরা, ২২৭

তদ্রূপ হাদিস শরিফে হজরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

> ‘তোমরা জুলুম থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কেয়ামতের মাঠে জুলুমসমূহ অন্ধকারের রূপে আবির্ভূত হবে।’[৩]

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

> ‘কেয়ামতের দিন অবশ্যই হকদারদের হকগুলো আদায় করা হবে। এমনকি শিংওয়ালা বকরি থেকে শিংহীন বকরির প্রতিশোধও আদায় করা হবে।’[৪]

এমনকি কিছু হাদিস থেকে এ কথাও জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন জালেমদের আমলনামায় যদি কিছু নেক আমল পাওয়া যায়, তাহলে সেগুলো তাদের হাতে জুলুমের শিকার মজলুমদের আমলনামায় দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি কোনো নেক আমল না থাকে, তাহলে মজলুমদের বদআমলগুলো ওই জালেমদের আমলনামায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।[৫] যেমন হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জানো, দেওলিয়া কোন ব্যক্তি? লোকজন বলল, আমরা দেওলিয়া বলে থাকি ওই লোককে, যার কাছে না আছে কোনো দিরহাম (অর্থ), আর না আছে কোনো জিনিসপত্র। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার উম্মতের মাঝে দেওলিয়া হলো ওই ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নামাজ, রোজা, জাকাতের আমলগুলো নিয়ে উপস্থিত হবে, (কিন্তু তার সাথে সে এ বিষয়গুলো নিয়েও উপস্থিত হবে যে,) অমুককে সে গালি

---

৩. সহিহ মুসলিম, ২৫৭৮

৪. প্রাগুক্ত, ২৫৮২

৫. সহিহ বুখারি, ২৪৪৯

দিয়েছিল, অমুককে সে অপবাদ দিয়েছিল, অমুকের সম্পদ সে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছিল, অমুকের রক্ত ঝড়িয়েছিল, অমুককে আঘাত করেছিল। এমতাবস্থায় তার নেকিগুলো তার হাতে জুলুমের শিকার মানুষদের দিয়ে দেওয়া হবে। তখন যদি অন্যদের হক আদায়ের পূর্বেই তার নেকির পরিমাণ শেষ হয়ে যায়, তাহলে মজলুমদের গুনাহগুলো নিয়ে ওই জালেমের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে।[৬]

হজরত আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ জালেমকে ছাড় দিয়ে রাখেন, কিন্তু যখন ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۭ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

‘আপনার রবের ধরা এমনই হয়, যখন তিনি জুলুমে লিপ্ত জনপদগুলোকে পাকড়াও করেন! নিশ্চয় তার পাকড়াও অতি মর্মন্তুদ, অতি কঠিন।’[৭]

মজলুমের বদদুআ থেকে বাঁচো!

মানুষের ওপর জুলুম করবেন না। কারণ, যদি এই জুলুমের কারণে মজলুম ব্যক্তি বদদুআ দিয়ে বসে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা কবুল হয়ে যায়। যেমন হজরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-কে যখন ইয়ামেনের প্রশাসক হিসেবে প্রেরণ করা হচ্ছিল, তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনেক উপদেশ দেন। তন্মধ্যে একটি উপদেশ ছিল মজলুমের বদদুআ থেকে বেঁচে থেকো। কারণ, আল্লাহ ও সেই দুআর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক নেই।[৮]

বস্তুত ইতিহাসে জালেমের বিরুদ্ধে বদদুআ কবুলের অগণিত উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে আমরা কেবল দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

এক.

উমর ইবনে মুহাম্মাদ তার পিতা মুহাম্মাদ থেকে সাহাবি সায়িদ ইবনে জায়েদ রা.-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার আরওয়া নামক এক নারী সায়িদের

৬. সহিহ মুসলিম, ২৫৮১

৭. সুরা হুদ, ১০২; সহিহ বুখারি, ৪৬৮৬; সহিহ মুসলিম, ২৫৮৩

৮. সহিহ বুখারি, ১৩৯৫; সহিহ মুসলিম, ১৯

ওপর একটি ঘর নিয়ে মামলা করে। তখন সায়িদ বলেন, ঘর তাকে নিয়ে যেতে দাও। কারণ, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ যদি অন্যায়ভাবে কারও এক বিঘত জমিও ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কেয়ামতের দিন তার (গলায়) সাত স্তর জমিনের (বেড়ি পরিয়ে) দেওয়া হবে। তারপর সায়িদ বলেন, হে আল্লাহ, যদি সে মিথ্যা দাবি করে থাকে, তাহলে তাকে অন্ধ করে দেবেন আর সেই ঘরকেই তার কবর বানাবেন!

বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, এরপর আমি দেখেছি, ওই নারী অন্ধ হয়ে গেছে। তখন সে দেয়াল ধরে ধরে হাঁটত আর বলত, আমার ওপর সায়িদ ইবনে জায়েদের বদদুআ লেগে গেছে। তারপর একবার সে ঘরে পায়চারি করার সময় ঘরের ভেতরে অবস্থিত কুয়ার মধ্যে পড়ে যায় এবং সেখানেই তার কবর রচিত হয়।[৯]

দুই.

ইমাম যাহাবি রহ. আশ্চর্য এক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন,

> আমি এক লোককে দেখলাম, তার হাতগুলো কাঁধ থেকে কাটা। সে চিৎকার করে বলছিল, আমাকে দেখে শিক্ষা নাও, কারও ওপরে জুলুম করো না। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, ভাইজান, এসব বলার কারণ কী? সে বলল, আমার কাহিনি বড়ই অদ্ভুত। আমি ছিলাম জালেমদের সহযোগী। একদিন আমি এক মাছ শিকারির দেখা পাই, সে অনেক বড় একটি মাছ নিয়ে আসছিল। মাছটি দেখে আমার পছন্দ হয়ে যায়। আমি শিকারিকে বললাম, এটা আমায় দিয়ে যা। কিন্তু সে তা দিতে অস্বীকার করল। তখন আমি তাকে মেরে তার থেকে মাছটি ছিনিয়ে নিই।
>
> মাছটি ওঠানোর সময় তা আমার বৃদ্ধাঙ্গুলিতে খুব জোরে কামড় বসিয়ে দেয়। তারপর আমি ঘরে ফিরতে ফিরতে ওই কামড়ের ব্যথা মারাত্মক আকার ধারণ করে। আমি একটুও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। এমনকি ঘুমানোর জন্য চোখের পাতাও এক করতে পারছিলাম না। আমার হাত ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়।
>
> সকাল হলে আমি চিকিৎসকের কাছে গেলাম। চিকিৎসক বলল, এটা তো দেহে বাসা বাঁধতে থাকা অনেক বড় অসুখের আলামত! বাঁচতে

---

৯. সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها

চাইলে আপনার আঙুলটা কাটতে হবে, নাহয় গোটা হাতই কেটে ফেলে দেওয়া লাগতে পারে! অনন্যোপায় হয়ে আমার আঙুলটাই কাটতে হলো।

কিন্তু এরপরেও আমার রোগ গেল না। তখন চিকিৎসক আমাকে হাতটাও কেটে ফেলতে বলল। বাধ্য হয়ে হাতও কাটলাম। কিন্তু এরপরে কব্জি পর্যন্ত ব্যথা পৌঁছে গেল। ব্যথাও বাড়ল চূড়ান্ত সীমায়। এক দণ্ড স্বস্তি পাচ্ছিলাম না আমি। যন্ত্রণার কারণে চিৎকার করতে থাকলাম। তখন আমাকে কনুই থেকে কেটে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হলো। আমি তাই করলাম। কিন্তু কোনো উপকারই হলো না, বরং ব্যথা আরও বাড়তে বাড়তে ওপরের দিকে উঠতে থাকল। তখন আমাকে বলা হলো, কাঁধ পর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে, নাহয় ব্যথা গোটা দেহেই ছড়িয়ে পড়বে। উপায়ান্তর না দেখে আমাকে তাই করতে হলো।

এ পর্যায়ে কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, আপনার এই অবস্থার উৎস কী? আমি তাকে ওই মাছের কাহিনি খুলে বললাম। তা শুনে সে আমায় বলল, আপনি যদি শুরুতেই ওই মাছওয়ালার কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতেন, তাহলে আপনার এক খণ্ড অঙ্গও কাটার প্রয়োজন হতো না। এখনো সময় আছে, আপনি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করুন! নাহয় এই বিষ সারা দেহেই ছড়িয়ে পড়বে।

তারপর আমি সারা শহরজুড়ে ওই লোককে খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে তার সন্ধান পেয়ে তাকে বললাম, আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দিন। সে জানতে চাইল, তুমি কে? আমি বললাম, আমি সেই ব্যক্তি, যে আপনার হাত থেকে মাছ ছিনিয়ে নিয়েছিল। তারপর আমার সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম এবং আমার হাতও তাকে দেখালাম। সে আমার অবস্থা দেখে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ভাই, আমি আপনাকে মাফ করে দিলাম।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যখন মাছ নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন কি আপনি বদদুআ করেছিলেন? সে বলল, হ্যাঁ, আমি তখন বলেছিলাম, হে আল্লাহ, এর ব্যাপারে কোনো ফয়সালা করে আপনি আপনার সক্ষমতা দেখান।

আসমা বিনতে আবু বকর রা.

তিনি হলেন হজরত আবু বকর রা.-এর মেয়ে। তার মা কুতাইলা বিনতে আবদুল উজ্জা।[৭৩] আসমার সাথে হজরত আয়েশা রা.-এর সম্পর্ক সৎবোনের। আয়েশার আম্মার নাম উম্মে রুমান। দুই বোনের মাঝে আসমা দশ বছরের বড় ছিলেন। আসমার জন্মের সময় পিতা আবু বকরের বয়স ছিল ২০ বছরের কিছু বেশি। তিনি ১৭ জন মানুষের পরে ইসলামগ্রহণ করেন।[৭৪]

হজরত আসমাকে 'জুন নিতাকাইন' বলে ডাকা হতো, যার অর্থ দুই কোমরবন্ধনীওয়ালা। হিজরতের দিন রাতে তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পিতা আবু বকর রা.-এর জন্য নাস্তা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেই নাস্তা পাঠানোর সময় দেখেন বাঁধার জন্য কিছু পাচ্ছেন না। তখন হাতের কাছে কোমরবন্ধনী খুঁজে পেলে পিতার কথা অনুযায়ী সেটাই দুই টুকরা করে একটি দিয়ে খাবারের পাত্র বাঁধেন, আরেকটি দিয়ে পানপাত্র বাঁধেন। তাই এরপরে তার নাম পড়ে যায় দুই কোমরবন্ধনীওয়ালা।[৭৫]

হজরত আসমা রা. হিজরতে বের হওয়ার সময় গর্ভবতী ছিলেন। তিনি কুবায় পৌঁছার পর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. জন্মগ্রহণ করেন। সদ্যজাত পুত্রকে মা আসমা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে তুলে দেন। তিনি একটি খেজুর চাইলেন, তারপর তা চিবিয়ে শিশু আবদুল্লাহর মুখে দিয়ে তাহনিক সম্পন্ন করলেন। এভাবে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের নিজের পেটে সর্বপ্রথম নববি লালা প্রবেশ করানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য আল্লাহর কাছে বরকতের দুআ করেন।

অতএব ইসলামের ইতিহাসে হিজরতের পর সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করা শিশু হলো আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, যার জন্মদাত্রী আসমা বিনতে আবু বকর রা.।[৭৬] তা ছাড়া এ শিশুর জন্মের মধ্য দিয়ে মুসলিম শিবিরে আনন্দের ঢল নামে। কারণ, এ

---

৭৩. তবাকাতুল কুবরা, ৮/৩৩০

৭৪. উসদুল গাবাহ, ৩/৭৫৪

৭৫. সহিহ বুখারি, ৩৯০৭

৭৬. প্রাগুক্ত, ৩৯১০

গুজব রটে গিয়েছিল যে, ইহুদিরা তোমাদের ওপর জাদু করেছে, তাই তোমাদের আর কখনো সন্তান হবে না।[৭৭]

হজরত আসমার বিয়ে হয়েছিল হজরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা.-এর সাথে, যিনি আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম সদস্য। তার ঔরসে হজরত আসমা আট সন্তান জন্মদান করেন।[৭৮]

হজরত আসমার স্বামীর ঘরে অনেক কঠিন কঠিন কাজ করতে হতো। একবার তিনি এর জন্য পিতা হজরত আবু বকরের কাছে অভিযোগ জানান। তখন তিনি বলেন, মেয়ে আমার, ধৈর্য ধরো। কারণ, কোনো নারী যদি নেক স্বামী লাভ করে, তারপর ওই স্বামী ইন্তেকাল করে আর স্ত্রী নতুন কোনো বিয়ে না বসে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনকে জান্নাতে একত্র করে দেবেন।[৭৯]

হজরত আসমা রা. একজন দানশীলা উদার মহিলা ছিলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। যেমন একবার তিনি আসমাকে লক্ষ করে বলেন, (দানের) থলের মুখ বেঁধো না, তাহলে তোমার (রিজিকের) থলের মুখও বেঁধে দেওয়া হবে। অন্য বর্ণনায় হাদিসটি এ বাক্যে এসেছে যে, তুমি গুণে গুণে (দানসদকা) করতে যেয়ো না, তাহলে আল্লাহও (তোমার রিজিক) গুণে গুণে দেবেন।[৮০]

অতএব হজরত আসমা নিজের মেয়ে ও পরিবারের লোকদের উপদেশ দিয়ে বলতেন, তোমরা ব্যয় ও দানসদকা করতে থাকো, অর্থ জমা হওয়ার অপেক্ষায় বসে থেকো না। কারণ, যদি সে আশায় বসে থাকো, তাহলে বাড়তি অর্থ কখনোই জমাতে পারবে না। আর যদি সে চিন্তা না করে ব্যয় ও দান চালু রাখো, তাহলে তোমাদের হাত কখনোই বন্ধ হবে না।[৮১]

হজরত আসমার আম্মা কুতাইলা বিনতে উজ্জাকে হজরত আবু বকর জাহিলি জমানায় তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলাম আগমনের পরে একবার কুতাইলা তার মেয়ের কাছে ঘি ও (চামড়া দাবাগাত করার জন্য) গাছের ছাল নিয়ে আসেন।

---

৭৭. প্রাগুক্ত, ৫৪৬৯

৭৮. তবাকাতুল কুবরা, ৮/৩৩০

৭৯. প্রাগুক্ত, ৮/৩৩১

৮০. সহিহ বুখারি, ১৪৩৩

৮১. তবাকাতুল কুবরা, ৮/৩৩২

প্রথম পরিচ্ছদে

দেহব্যবসায় জবরদস্তি ও যৌন নিপীড়নের শিকার নারী সাহাবি

কিছু সাহাবি শিরোনামে উল্লেখিত বিষয়েরও শিকার হয়েছিলেন। এজন্য আমরা কুরআনে কারিমে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হতে দেখি,

وَ لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ مَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

‘তোমাদের বাঁদিরা যদি পবিত্র থাকতে চায়, তবে পার্থিব লাভের আশায় তোমরা তাদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর কেউ যদি তাদের এ কাজে বাধ্য করে, তাহলে তাদের বাধ্য করার পর (তারা ক্ষমার আশা রাখতে পারে। কেননা,) নিশ্চয় আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’[১৯৬]

মাননীয় আরব আলেম শায়েখ আহমাদ জাদ লেখেন, জাহেলি যুগে রোজগারের পথ হিসেবে বাঁদিদের দিয়ে ব্যবসা করানো হতো। কিন্তু ইসলাম এসে এ কাজ হারাম ঘোষণা করে। মুসলিম সমাজের পবিত্রতা রক্ষার ভাবনায় ইসলাম এই আইনবিধান করে এবং উল্লিখিত আয়াত অবতরণের মধ্য দিয়ে এই নিকৃষ্ট কর্মের মূলোৎপাটন ঘটায়।

---

১৯৬. সুরা নুর, ৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদ
আপনজন বঞ্চিত নারী সাহাবি

উমামা বিনতে আবুল আস রা.

পিতা আবুল আস ইবনে রবি রা., মা নবিকন্যা জয়নব রা.। দেখা যেত, কখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামাজের মধ্যেই কোলে তুলে নিতেন। অবশ্য রুকু-সেজদার সময় নামিয়ে দিতেন।[২৬১]

একবার এক লোক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু হাদিয়া দেয়। এর মাঝে মুক্তার ইয়ামেনি একটি হারও ছিল। তখন তিনি বললেন, এটা আমি আমার পরিবারের এমন একজনকে দেব, যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তারপর তিনি উমামাকে ডাকলেন এবং হারটি তার গলায় পরিয়ে দিলেন। এ সময় উমামার চোখে কেতুর (চোখের ময়লা) লেগে ছিল, সেটা তিনি নিজ হাতে পরিষ্কার করে দিলেন। আরেক বর্ণনায় আছে, বাদশা নাজাশি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু স্বর্ণালংকার হাদিয়া পাঠান। তার মাঝে একটি সোনার আংটিও ছিল। নবিজি সেটা হাতে নিলেন এবং জয়নবের মেয়ে উমামাকে কাছে ডেকে বললেন, মেয়ে আমার, এটা পরে নাও।[২৬২]

হজরত ফাতেমার ইন্তেকালের পরে হজরত আলি উমামাকে বিয়ে করেন। তা ফাতেমারই অসিয়ত ছিল। হজরত উমরের শাসনকালে তিনি তাকে বিয়ে করেন।

---

২৬১. সুনানে আবু দাউদ, ৯১৭, ৯২০

২৬২. তবাকাতুল কুবরা, ৮/৩১৬; সুনানে আবু দাউদ, ৪২৩৫

উমামা বহুদিন তার সংসারে ছিলেন (প্রায় ২৫ বছর) এবং তার ঔরসে সন্তানও জন্ম দেন।[২৬৩]

তারপর হজরত আলি যখন আততায়ীর হাতে আহত হন, তখন মুগিরা ইবনে নওফলকে পরামর্শ দেন, তার মৃত্যুর পরে তিনি যেন উমামাকে বিয়ে করে নেন। অতএব ইদ্দত শেষ হলে তাদের বিয়ে হয় এবং মুগিরার ঔরসে তিনি ইয়াহয়া নামক সন্তানের জন্ম দেন। ইয়াহয়ার নামেই মুগিরাকে আবু ইয়াহয়া বা ইয়াহয়ার বাবা উপনামে ডাকা হতো। তারপর মুগিরার বিবাহাধীনেই উমামা ইন্তেকাল করেন। তখন হজরত মুয়াবিয়ার শাসনামল চলছিল। আর হজরত উমামার সূত্রে কোনো হাদিস বর্ণিত হয়নি।[২৬৪]

৪০ হিজরির সময় প্রায় ২৫ বছরের সংসার জীবনের ইতি ঘটিয়ে তার স্বামী হজরত আলি রা. আততায়ীর খঞ্জরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।[২৬৫] স্বামীর মৃত্যুতে উমামা ভীষণ আঘাত পান। তার বিধবা জীবনের প্রতি শোকপ্রকাশ করে উম্মে হাইসাম নাখায়িয়া নামক নারী শোকগাঁথা গেয়ে বলেন,

أَشَابَ ذَوَائِبِي وأذلَّ رُكنِي ... أُمامةٌ حِينَ فارَقتِ القَرِيناَ،

تَطيفُ به لِحَاجتِها إليه ... فَلمَّا استَيأَستْ رَفعَت رَنِينًا.

আমার চুল হলো সাদা, শক্তি হলো শেষ,
যবে উমামার হলো সাথিবিচ্ছেদ।
প্রয়োজনে মনে জাগত সাথির খেয়াল,
উঠল কান্নার ধ্বনি আধারে নিরাশার।

আম্মাজান উম্মে সালামা রা.

তার নাম হিন্দ। তিনি আবু উমাইয়া সুহাইল ইবনে মুগিরার কন্যা। মায়ের নাম আতিকা বিনতে আমের। প্রথমে উম্মে সালামার আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ রা.-এর সঙ্গে বিয়ে হয়।[২৬৬] উম্মে সালামা ছিলেন প্রথম যুগের

---

২৬৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৩৫; উসদুল গাবাহ, ৩/৭৬৪

২৬৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১/৩৩৫

২৬৫. আল-ইসাবাহ, ৪/২৩১; আল-ইসতিয়াব, ৪/৩৩৯

২৬৬. তবাকাতুল কুবরা, ৮/১১৫-১১৬

মুসলমান।[২৬৭] আবু সালামা তাকে হাবশার উভয় হিজরতেই সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে তাদের জয়নব নামক কন্যার জন্ম হয়। তারপর দুররা, মুসলিম ও উমর নামক সন্তানের জন্ম হয়। হজরত আবু সালামা হিজরতের চতুর্থ বর্ষের জুমাদাল উখরা মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি বদরি সাহাবি ছিলেন।[২৬৮] সাইফুল্লাহ হজরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. এবং আবু জাহেল ছিল উম্মে সালামার চাচাতো ভাই।[২৬৯]

আম্মাজান উম্মে সালামা রা. বলেন, আবু সালামার ইন্তেকালের পর আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম, আমি কীভাবে দুআ করব? তিনি আমাকে দুআ শিখিয়ে দিয়ে বললেন,

وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى نَافِعَةً.لَهُ، اغْفِرْ اللَّهُمَّ

‘হে আল্লাহ, আমাকে ও তাকে ক্ষমা করুন, এবং তার পরিবর্তে আমাকে উত্তম বদলা দান করুন।’

আমি এই দুআ করি। তারপর আল্লাহ আমাকে আবু সালামার চেয়েও উত্তম বদলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (স্বামী হিসেবে) দান করেন।[২৭০]

চতুর্থ হিজরির শাওয়াল মাসের ২০ তারিখ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন এবং উক্ত মাসের কয়েক দিন বাকি থাকতেই তাকে ঘরে তুলে নেন। এই বিয়ের ব্যাপারে কেউ বলল, আরবের এক বিধবা নারী এশার শুরুর দিকে মুসলমানদের সর্দারের বউ হয়ে তার ঘরে গেল, আর শেষরাতেই সে আটা পিষা শুরু করল; তিনি হলেন উম্মে সালামা রা.।[২৭১]

উম্মুল মুমিনিন হজরত জয়নব বিনতে খুজাইমা রা., যিনি উম্মুল মাসাকিন বা মিসকিনদের আশ্রয় বলে পরিচিত ছিলেন, তার ইন্তেকালের পর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে উম্মে সালামাকে উঠান। উম্মে সালামা বলেন, ওই ঘরে আমি একটি পাত্র দেখতে পাই। ওখানে উঁকি দিয়ে দেখি, তার ভেতরে কিছু যব পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে একটি পেষণযন্ত্র আর কিছু হাড়িপাতিলও ছিল।

---

২৬৭. আল-ইসাবাহ, ৪/৪৩৯

২৬৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২০৬; মুসতাদরাকে হাকেম, ৪/১৬

২৬৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২/২০২

২৭০. সহিহ মুসলিম, كتاب الجنائز، ما يقال عند المريض

২৭১. মুসতাদরাকে হাকেম, ৪/১৮; তবাকাতুল কুবরা, ৮/১২৩